আইনি প্রতিশোধের গুরুত্ব

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

আইনি প্রতিশোধের গুরুত্ব

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

আইনি প্রতিশোধের গুরুত্ব

প্রথম সংস্করণ। নভেম্বর 19, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানকে বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিত সমর্থন শেখপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত ছোট বইটি সমাজের মধ্যে আইনি প্রতিশোধের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করে। এই আলোচনা পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 178-179 এর উপর ভিত্তি করে:

“হে ঈমানদারগণ, যারা হত্যা করা হয়েছে তাদের জন্য তোমাদের জন্য আইনগত প্রতিশোধ নির্ধারিত হয়েছে – স্বাধীনের বিনিময়ে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর বিনিময়ে নারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের [হত্যাকারী] কোনো কিছুকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে [মৃতের উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধি] সদাচরণ সহ উপযুক্ত ফলোআপ এবং অর্থ প্রদান করা উচিত। এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপশম এবং রহমত। অতঃপর যে কেউ সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এবং আইনগত প্রতিশোধের [জীবন বাঁচানোর] মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে হে বুদ্ধিমান লোকেরা, যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পার।"

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজনকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মন ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

আইনি প্রতিশোধের গুরুত্ব

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 178-179

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ
فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

“হে ঈমানদারগণ, যারা হত্যা করা হয়েছে তাদের জন্য তোমাদের জন্য আইনগত প্রতিশোধ নির্ধারিত হয়েছে– স্বাধীনের বিনিময়ে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর বিনিময়ে নারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের [হত্যাকারী] কোনো কিছুকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে [মৃতের উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধি] সদাচরণ সহ উপযুক্ত ফলোআপ এবং অর্থ প্রদান করা উচিত। এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপশম এবং রহমত। অতঃপর যে কেউ সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এবং আইনগত প্রতিশোধের [জীবন বাঁচানোর] মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে হে বুদ্ধিমান লোকেরা, যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পার।"

“হে ঈমানদারগণ, যারা হত্যা করা হয়েছে তাদের জন্য তোমাদের জন্য আইনগত প্রতিশোধ নির্ধারিত হয়েছে – স্বাধীনের বিনিময়ে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর বিনিময়ে নারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের [হত্যাকারী] কোনো কিছুকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে [মৃতের উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধি] সদাচরণ সহ উপযুক্ত ফলোআপ এবং অর্থ প্রদান করা উচিত। এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপশম এবং রহমত। অতঃপর যে কেউ সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এবং আইনগত প্রতিশোধের [জীবন বাঁচানোর] মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে হে বুদ্ধিমান লোকেরা, যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পার।"

মহান আল্লাহ যখন পবিত্র কুরআনের মধ্যে বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বান প্রায়শই তাদের ঈমানের মৌখিক দাবিকে বাস্তবায়িত করার সাথে যুক্ত থাকে। এর কারণ ইসলামে কর্ম ছাড়া ঈমানের মৌখিক দাবির খুব কম মূল্য রয়েছে। কর্ম হল প্রমাণ এবং প্রমাণ যা একজনকে প্রাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন যাতে তারা উভয় জগতে পুরস্কার ও করুণা লাভ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 178:

" হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে হত্যাকারীদের জন্য আইনানুগ প্রতিশোধ..."

প্রথম যে জিনিসটি লক্ষ্য করা যায় তা হল প্রকৃত মুসলমানরা জীবনের সকল প্রকারকে সম্মান করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানকে অন্য সকলের প্রতি করুণা দেখানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ এটি নিশ্চিত করবে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে করুণা লাভ করবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4941

নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তোমরা সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

এই ধরনের চিকিত্সা প্রাণী সহ সমস্ত প্রাণীর জন্য প্রসারিত করা উচিত। সুনানে আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইসলামের মতো অন্য কোনো ধর্ম মানবজীবনকে এত মূল্য দেয় না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যার বিচার করা হবে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করা হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 32:

" ...একটি আত্মাকে হত্যা করে যদি না একটি আত্মার জন্য বা দেশে দুর্নীতি [সম্পাদিত] হয় - যেন সে মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করেছে। আর যে একজনকে বাঁচায়- যেন তিনি মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেছেন..."

সুনানে আন নাসায়ীর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত মুসলমান ও বিশ্বাসীর সংজ্ঞাটি স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলাম একজনকে তাদের ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখতে শেখায়। . এই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলিম এবং একজন মুমিন সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে এবং তাদের কাছে যা আছে তা থেকে দূরে রাখে।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের সময় একজন পুরুষ সৈনিকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য না হলে কখনোই অন্য ব্যক্তি বা প্রাণীর ক্ষতি করেননি। তিনি কখনই একজন মহিলা, বৃদ্ধ, শিশু বা অ-সৈনিকের ক্ষতি করেননি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি এবং শুধুমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন যারা মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছিল এবং অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। সহীহ মুসলিমের 6050 নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মুসলমানরা যদি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী বলে দাবি করে তাহলে তাদের সব পরিস্থিতিতেই এইভাবে আচরণ করতে হবে।

যেহেতু ইসলাম সম্পূর্ণরূপে ভারসাম্যপূর্ণ এবং বাস্তবধর্মী ধর্ম এবং জীবন ব্যবস্থা, একজন মুসলমানকে তাদের আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাদের পরিবার এবং সম্পদ। কিন্তু এই আত্মরক্ষা অবশ্যই সংজ্ঞায়িত সীমার মধ্যে হতে হবে। মুসলমানদের প্রথমে অন্যদের আক্রমণ করার এবং নিরপরাধ লোকদের ক্ষতি করার অনুমতি নেই। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে কীভাবে আচরণ করা সে বিষয়ে ইসলামের শিক্ষার উপর কাজ করা উচিত, যার সংক্ষিপ্তসারে বলা যেতে পারে অন্যদের সাথে আচরণ করে যেভাবে তারা নিজেরা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 178:

" *হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য হত্যাকারীদের জন্য আইনানুগ প্রতিশোধ নির্ধারণ করা হয়েছে - স্বাধীনের বিনিময়ে স্বাধীন, দাসের বিনিময়ে দাস এবং নারীর বিনিময়ে নারী..."*

ইসলামের আবির্ভাবের আগে, যে ব্যক্তি খুন করেছিল সে তার জায়গায় অন্য কাউকে শাস্তি দিতে বাধ্য করতে পারত, যেমন তার মালিকানাধীন দাস। কিন্তু ইসলাম স্পষ্ট করে বলেছে যে যারা হত্যা করবে তাকে তাদের অপরাধের ফল ভোগ করতে হবে এবং তা অন্যের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। যে মুক্ত ব্যক্তি খুন করবে সে-ই পরিণতির মুখোমুখি হবে, অর্থাৎ, বিনামূল্যের জন্য মুক্ত। যে ক্রীতদাস খুন করবে সে হবে তাদের কর্মের ফল, অর্থাৎ দাসের জন্য দাস। আর যে নারী খুন করবে সে হবে তার কর্মের ফল, অর্থাৎ নারীর জন্য নারী।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই নীতি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থ, একজন ব্যক্তি তার পাপের পরিণতির মুখোমুখি হতে অন্যের দিকে যেতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, এখন পর্যন্ত এক নম্বর অপরাধী ব্যক্তি শয়তানকে দোষারোপ করে কিন্তু সে বিচারের দিন ঘোষণা করবে যে সে কখনই শারীরিকভাবে কাউকে পাপ করতে বাধ্য করেনি, তাই তাদের নিজেদেরকেই দোষারোপ করা উচিত এবং তাকে নয়। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 22:

"এবং শয়তান যখন বিষয়টি শেষ হবে তখন বলবে, "নিশ্চয়ই, আল্লাহ তোমাকে সত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবং আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কিন্তু আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ছাড়া তোমার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না এবং তুমি তাতে সাড়া দিয়েছিলে। তাই আমাকে দোষারোপ করো না বরং নিজেকে দোষারোপ করো।

যদি কেউ তাদের পাপের দায় শয়তানের উপর স্থানান্তর করতে সক্ষম না হয়, যা মন্দের প্রধান উদ্দীপক, তবে তারা কীভাবে বিশ্বাস করবে যে তারা তাদের পাপের দোষ অন্য কারো কাছে স্থানান্তর করতে সক্ষম হবে? এটি একটি মূর্খ মনোভাব যা শুধুমাত্র একজনকে আরও পাপ করতে উত্সাহিত করে এবং তাই ত্যাগ করা উচিত। প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য, বক্তৃতা এবং কর্মের জন্য দায়ী থাকবে এবং এটি অনিবার্য। অতএব, একজনকে ক্রমাগত তাদের উদ্দেশ্য, বক্তৃতা এবং কর্মের মূল্যায়ন করতে হবে যাতে তারা শেষ বিচারের দিন তাদের অনিবার্য এবং অনিবার্য জবাবদিহির জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 178:

"... *আপনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে যারা হত্যা করা হয়েছে তাদের জন্য আইনগত প্রতিশোধ - স্বাধীনের বিনিময়ে স্বাধীন, ক্রীতদাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের [হত্যাকারী] কোনো কিছুকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে [মৃতের উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধি] সদাচরণ সহ একটি উপযুক্ত অনুসরণ ও অর্থ প্রদান করা উচিত..."*

মহান আল্লাহ, সর্বদা মানুষের মধ্যে সদয় ও করুণাপূর্ণ আচরণকে উৎসাহিত করেন এবং শুধুমাত্র চরম ক্ষেত্রে এবং আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে কঠোর আচরণের পরামর্শ দেন। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ খুনের উত্তরাধিকারীকে হত্যাকারীকে ক্ষমা করার জন্য উত্সাহিত করেন কারণ এটি হত্যাকারীকে তাদের বিশ্বাসে এবং বা বংশের ভাই হিসাবে বর্ণনা করে, যেহেতু সমস্ত মানুষ হযরত আদম

(আঃ) এর মাধ্যমে সম্পর্কিত, এবং তার স্ত্রী হাওয়া রা. যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, একজন মুসলমানের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ হতে হবে অন্যের প্রতি করুণা ও দয়া কারণ এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর রহমত লাভের দিকে নিয়ে যায়। সুনানে আবু দাউদ, 4941 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ক্ষমার এই কাজের জন্য, হত্যাকারীর উচিত নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে একটি ক্ষতিপূরণমূলক ফি প্রদান করা, যদি না তারা স্বেচ্ছায় এটিকে তাদের পক্ষ থেকে দাতব্য কাজ হিসাবে ঘেউ করে। , যা আবার উভয় জগতে তাদের জন্য আরও পুরস্কার ও আশীর্বাদের দিকে নিয়ে যায়। এই আয়াতে উল্লিখিত উত্তম আচরণ বলতে বোঝায় উভয় পক্ষের করা আইনি চুক্তি দ্রুত পূরণ করা এবং একে অপরের সাথে করুণার সাথে আচরণ করা বা অন্ততপক্ষে তখন থেকে একে অপরের প্রতি কোনো খারাপ ব্যবহার এড়ানো।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি অন্যদের প্রতি একটি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণের গুরুত্বকে নির্দেশ করে, বিশেষ করে যখন কেউ অন্যদের প্রতি নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণের পরিবর্তে বৈশিষ্ট্য এবং আচরণের পার্থক্যের কারণে তাদের সাথে মিলিত হয় না। যদি একজন মুসলিম তাদের মধ্যে কিছু পূর্ববর্তী সমস্যার কারণে অন্যদের প্রতি ইতিবাচকভাবে আচরণ করতে না পারে, তবে তারা তাদের প্রতি একটি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করতে পারে যাতে তারা তাদের প্রতি ইতিবাচক অনুভূতি না দেখায় তবে তারা তাদের প্রতি নেতিবাচক অনুভূতিও দেখায় না। হয় উচ্চতর স্তর, যা আরও পুরষ্কারের দিকে পরিচালিত করে, অন্যদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করা, এমনকি যখন তাদের সাথে অতীতে সমস্যা ছিল, তবে এটি বাধ্যতামূলক নয় বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে একজনকে অবশ্যই তারা যে অপমানজনক এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতির সাথে জড়িত তা পরিবর্তন করতে হবে না, কারণ ইসলাম এটিকে সমর্থন করে না। একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে তারা নিজেকে এবং অন্যদের শারীরিক এবং মৌখিক নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে পারে তবে তা করার পরে তাদের উচিত অতীতে যার সাথে তাদের সমস্যা ছিল তার প্রতি একটি ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করার চেষ্টা করা এবং তারপরে তার সাথে এগিয়ে যাওয়া। পরিষ্কার মনের সাথে তাদের নিজস্ব জীবন।

উদাহরণস্বরূপ, একজন মহিলাকে তার স্বামীর দ্বারা শারীরিক ও মৌখিকভাবে নির্যাতিত হতে হবে তাকে তার থেকে নিজেকে এবং তার সন্তানদের রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে, এমনকি যদি এর অর্থ তার থেকে আলাদা হয়ে যায়, কারণ ইসলাম এই ধরনের আচরণকে মোটেও সহ্য করার পরামর্শ দেয় না। কিন্তু একবার এই স্ত্রী তার জীবনযাপনের ব্যবস্থা পরিবর্তন করে যাতে সে এবং তার সন্তানরা নিরাপদ থাকে, তাহলে তার উচিত তার প্রাক্তন স্বামীকে ক্ষমা করার চেষ্টা করা এবং একটি পরিষ্কার মনে তার জীবন নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 178:

"... *আপনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে যারা হত্যা করা হয়েছে তাদের জন্য আইনগত প্রতিশোধ - স্বাধীনের বিনিময়ে স্বাধীন, ক্রীতদাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের [হত্যাকারী] কোনো কিছুকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে [মৃতের উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধি] সদাচরণ সহ উপযুক্ত ফলোআপ এবং অর্থ প্রদান করা উচিত। এটা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে উপশম এবং রহমত..."*

মহান আল্লাহ, খুন ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে আইনি প্রতিশোধের পছন্দ মঞ্জুর করেছেন, যেটি শুধুমাত্র সরকার দ্বারা এবং কঠোর নির্দেশাবলীর অধীনে করা যেতে পারে, অথবা হত্যাকারীর দ্বারা প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ ফি সহ বা ছাড়াই ক্ষমা করার বিকল্প। উভয়ের মধ্যে বেছে নেওয়ার বিকল্পটি ছিল মহান আল্লাহর রহমত, কারণ একটি বা অন্য বিকল্প লোকেদের উপর চাপিয়ে দেওয়া তাদের জন্য অসুবিধার কারণ হয়ে উঠত, কারণ সমস্ত মানুষ আলাদা। যারা স্বাভাবিক করুণাময় আচরণের অধিকারী তারা ক্ষমার দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং তাই হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা কঠিন হবে, যদি ইসলাম তাদের উপর এই বিকল্পটি বাধ্য করে। অন্যদিকে, অন্যরা তাদের প্রিয়জনের হত্যাকারীকে ক্ষমা

করা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করবে এবং তাদের প্রিয়জনের হত্যাকারীর বাস্তবতার সাথে বেঁচে থাকতে পারে না একজন মুক্ত ব্যক্তি হিসাবে সমাজে ঘুরে বেড়ায় যখন তাদের প্রিয়জনের জীবন তাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল, বিশেষত যখন খুন হওয়া ব্যক্তির নির্ভরশীল ব্যক্তিরা তাদের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করত। এই মনোভাবের অধিকারী ব্যক্তিকে হত্যাকারীকে ক্ষমা করা এবং ক্ষমা করা কঠিন হবে যদি এই বিকল্পটি ইসলাম তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। সমস্ত মানুষের জন্য রহমত হিসাবে, মহান আল্লাহ, হত্যাকারীর উত্তরাধিকারীর উপর বিকল্প রেখেছিলেন। ভিন্ন, এই দিন এবং যুগে বেশিরভাগ আইনী সংবিধান, যা হত্যাকারীর ভাগ্যকে আদালতের বিচারক বা সম্পূর্ণ অপরিচিতদের সাথে আপস করে জুরির হাতে ছেড়ে দেয়। এই ভাঙা ব্যবস্থা উত্তরাধিকারীকে কিছু মনের শান্তি খুঁজে পেতে বাধা দেয় যা প্রাপ্ত হয় যখন তাদের হত্যাকারীর ভাগ্য বেছে নেওয়ার বিকল্প দেওয়া হয় এবং বিষয়টিকে বিশ্রাম দেওয়া হয় যাতে তারা তাদের জীবন নিয়ে চলতে পারে। এই ভাঙা ব্যবস্থার কারণেই খুন হওয়া ব্যক্তির পরিবার বা খুন ছাড়া অন্য অপরাধে, যেমন ধর্ষণের মতো, ভুক্তভোগী নিজেও তাদের পরিবারের সাথে প্রায়শই অভিযোগ করে যে বিচার হয়নি, এমনকি যখন অপরাধীকে কারাগারে দন্ডিত করা হয়, তখনও তাদের কারাগার। শাস্তি অপরাধের জন্য উপযুক্ত নয়। অর্থ, অপরাধী কয়েক বছরের মধ্যে মুক্তি পাবে এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে, যেখানে তাদের সরকার থেকে সুবিধা প্রদান করা হয় যখন ভুক্তভোগী এবং ভুক্তভোগীর পরিবার জীবনের জন্য মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একমাত্র জিনিস যা এই মানসিক আঘাতকে কিছুটা উপশম করতে পারে তা হল যদি অপরাধীর সাথে কী ঘটবে তা বেছে নেওয়ার ক্ষমতা পরিবারকে দেওয়া হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 178:

"... *আপনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে যারা হত্যা করা হয়েছে তাদের জন্য আইনগত প্রতিশোধ - স্বাধীনের বিনিময়ে স্বাধীন, ক্রীতদাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের [হত্যাকারী] কোনো কিছুকে*

উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে [মৃতের উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধি] সদাচরণ সহ উপযুক্ত ফলোআপ এবং অর্থ প্রদান করা উচিত। এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপশম এবং রহমত। অতঃপর যে কেউ সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

সীমালঙঘন বলতে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের সরাসরি প্রতিশোধ নেওয়াকে বোঝায়, কারণ শুধুমাত্র সরকারই আইনি শাস্তি প্রয়োগ করতে পারে, বা ক্ষতিপূরণ বা ক্ষমার জন্য চুক্তিতে সম্মত হওয়ার পরে প্রতিশোধ নিতে পারে। প্রথমবার ক্ষমা করার পর আবার খুনি হত্যাও এর অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষেত্রে, আইনি বিচারক তাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করবেন, এমনকি যদি দ্বিতীয় খুন ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ক্ষমা করতে সম্মত হন। এটি তাই বিচারের হাত থেকে বাঁচতে অপরাধী যে কোনো ফাঁকফোকর ব্যবহার করতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 178-179:

" *...তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে যারা খুন করা হয়েছে তাদের জন্য আইনি প্রতিশোধ - স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, ক্রীতদাসের বদলে দাস এবং নারীর বদলে নারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের [হত্যাকারী] কোনো কিছুকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে [মৃতের উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধি] সদাচরণ সহ উপযুক্ত ফলোআপ এবং অর্থ প্রদান করা উচিত। এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপশম এবং রহমত। অতঃপর যে কেউ সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এবং হে বুদ্ধিমানগণ, তোমাদের জন্য আইনানুগ প্রতিশোধ [জীবন রক্ষা] আছে..."*

আইনি প্রতিশোধের মধ্যে জীবন আছে, কারণ অনেক খুনি মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কম শাস্তির দ্বারা এই আচরণ থেকে বিরত হয় না। এমন অগণিত উদাহরণ রয়েছে যেখানে একজন খুনি তার অপরাধের জন্য কয়েক বছর জেল খাটছে, শুধুমাত্র মুক্তি পাওয়ার পর পুনরায় হত্যা করার জন্য। তাই একজনের মৃত্যুদন্ড অন্যের জীবন বাঁচানোর দিকে নিয়ে যায়।

উপরন্তু, যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এই আইনী প্রতিশোধ ভিকটিমের আত্মীয়দের মানসিক অবস্থাকেও সাহায্য করে কারণ হত্যার কারণে তাদের অপরাধের জন্য তাদের জীবন দিয়ে অর্থ প্রদান করা হয়েছে তা জেনেও ভিকটিমদের আত্মীয়দের তাদের জীবন নিয়ে চলতে সাহায্য করার একটি উপায়। কিন্তু যখন খুনিকে শুধুমাত্র কারাগারে রাখা হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত মুক্তি দেওয়া হয়, তখন খুনিদের হাতে তাদের প্রিয়তমা যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিল তা মনে করার যন্ত্রণা শিকারের আত্মীয়দের তাদের জীবন নিয়ে চলতে এবং শান্তিতে বসবাস করতে বাধা দিতে পারে। এই মানসিক নির্যাতন ঠেকিয়ে জীবন দিচ্ছে তাদের। একইভাবে, সরকার যখন একজন অপরাধীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন শিকারের স্বজনরা প্রায়ই মনে করে যে ন্যায়বিচার করা হয়নি। এটি একটি কারণ যে, ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে, নিহতের আত্মীয়দের হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে বা ছাড়াই তাদের ক্ষমা করার বিকল্প দেওয়া হয়। যখন সিদ্ধান্তটি ভুক্তভোগীর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয় তখন এটি মানসিক চাপের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় যা সরকার সিদ্ধান্ত নিলে সৃষ্ট হবে। এটি আবার ভুক্তভোগীর স্বজনদের বিরক্তিতে ভরা জীবন যাপন করার পরিবর্তে তাদের জীবন নিয়ে চলতে দেয়, যা বাস্তবে মোটেও বেঁচে থাকে না। এই অসন্তোষ এতটাই শক্তিশালী হতে পারে যে এটি এমনকি ভিকটিমের পরিবারের মধ্যেও ঘর্ষণের দিকে নিয়ে যায়, যখন সদস্যদের তাদের জীবন নিয়ে কীভাবে চলতে হবে সে সম্পর্কে ভিন্ন মতামত থাকে। এটি সর্বদা ভাঙা পরিবারগুলির দিকে পরিচালিত করে, যেমন মৃত ব্যক্তির পিতামাতার বিবাহবিচ্ছেদ হয়। সুতরাং হত্যাকারীর সাথে কী ঘটবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবারকে দেওয়া, শিকারের পরিবারের ধ্বংস রোধ করে যারা হত্যাকারীর পরিণতি তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ছেড়ে দিলে তাদের জীবন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মাধ্যমে আইনগত প্রতিশোধও প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করে জীবন বাঁচায় যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিস্তৃত হতে পারে। অতএব, একজন খুনীকে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা অনেক হত্যা রোধ করে। উপরন্তু, যখন একজন ব্যক্তি যার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ডের কারণে, এটি তাদের নির্ভরশীলদের জীবনকে ধ্বংস করে, যেমন তাদের সন্তানদের। এটি প্রতিরোধ করা যেতে পারে যখন নিহতের পরিবারকে হত্যাকারীর কাছে যা ঘটবে তার পছন্দ দেওয়া হয়, কারণ এটি প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড এবং নিহত বা আহত সকলের উপর নির্ভরশীলদের ধ্বংসের কারণ হতে বাধা দেয়। অতএব, আইনি প্রতিশোধ এই সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এগুলি সবই সত্য যখন আইনি ক্ষেত্রে ইসলামী আইন অনুসরণ করা হয় এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়। কাউকে হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রকৃত এবং শক্তিশালী প্রমাণের প্রয়োজন, যা অবশ্যই সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উর্ধ্বে। ইসলামে, মামলার মধ্যে যেকোন সন্দেহের কারণে মৃত্যুদণ্ডের মতো সম্পূর্ণ আইনি শাস্তি মওকুফ করা হয়। উপরন্তু, এই দিন এবং যুগে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া সহজ যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ, ডিএনএ পরীক্ষা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উত্পাদিত হয়েছে যা সঠিকভাবে অপরাধীদের খুব উচ্চ মাত্রার নিশ্চিতভাবে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। এই সবই একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার সুযোগ কমিয়ে দেয়। এমনকি যদি অ-ইসলামী দেশগুলি শুধুমাত্র এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিকভাবে আইনি প্রতিশোধ প্রয়োগ করে তবে তা অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। এসব ক্ষেত্রে, একজন নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ভয়ে মৃত্যুদণ্ড এড়ানোর অজুহাত প্রযোজ্য নয় কারণ সঠিক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 178-179:

“ ...*তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে যারা খুন করা হয়েছে তাদের জন্য আইনি প্রতিশোধ - স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, ক্রীতদাসের বদলে দাস এবং নারীর বদলে নারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের [হত্যাকারী] কোনো কিছুকে উপেক্ষা করে, তাহলে তাকে [মৃতের উত্তরাধিকারী বা আইনী প্রতিনিধি] সদাচরণ সহ উপযুক্ত ফলোআপ এবং অর্থ প্রদান করা উচিত। এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপশম এবং রহমত। অতঃপর যে কেউ সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এবং হে বুদ্ধিমানগণ, তোমাদের জন্য আইনানুগ প্রতিশোধ [জীবন রক্ষা] আছে..."*

কিন্তু এই আয়াতগুলো দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে, যারা তাদের চিন্তাভাবনাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে তারাই আইনি প্রতিশোধের ব্যাপক সুবিধা বুঝতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, যার বোধগম্যতা নেই সে তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য শরীরের একটি অঙ্গ কেটে ফেলতে অস্বীকার করবে, কারণ তারা এই বিবৃতিটির শুধুমাত্র একটি দিকে মনোনিবেশ করে, যার অর্থ, শরীরের একটি অঙ্গ কেটে ফেলা। তারা বৃহত্তর চিত্রের অর্থ প্রতিফলিত করে না, তাদের জীবন বাঁচানো, এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য শরীরের একটি অঙ্গ কেটে ফেলতে অস্বীকার করে। যদিও, যিনি স্পষ্টভাবে মনে করেন তিনি একমত হবেন যে শরীরের অঙ্গ কেটে ফেলা খুবই গুরুতর কিন্তু এটি ছেড়ে যাওয়া আরও খারাপ কিছুর দিকে নিয়ে যাবে, মৃত্যু। তাই তারা বৃহত্তর চিত্রটি প্রতিফলিত করে এবং তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য শরীরের একটি অঙ্গ কেটে ফেলার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। এটি আলোচনার অধীন আয়াতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। হত্যার জন্য সমাজের একজন সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কঠোর শোনায় তবে এটি যদি ভিকটিমের স্বজন সহ বাকি সমাজের জন্য অনেক সুবিধার দিকে পরিচালিত করে, তবে এটি করা সঠিক কাজ, কারণ একটি সরকারকে অবশ্যই বৃহত্তর চিত্রের অর্থ বিবেচনা করতে হবে, এর মঙ্গল। একজন দোষী সাব্যস্ত খুনির জীবনের উপর সমগ্র সমাজ, যারা তাদের মানবাধিকার ছেড়ে দিয়েছে

যখন তারা মানুষের মতো আচরণ করা বন্ধ করে দিয়েছে, বা খুব বিরল ক্ষেত্রে, ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির একক জীবন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 179:

" *এবং আইনানুগ প্রতিশোধ [জীবন বাঁচানোর] মধ্যে তোমাদের জন্য আছে, হে বুদ্ধিমান লোকেরা, যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পার।"*

এই আয়াতের শেষ অংশ দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে আইনি প্রতিশোধও সাধারণ জনগণের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। যখন তারা খুনিদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর হতে দেখবে, তখন যারা কাউকে ক্ষতি করতে বা হত্যা করতে চায় তাদের নিজেদের জীবন হারানোর ভয়ে তাদের হাত আটকে রাখতে এবং নিজের এবং অন্যদের জীবন দিতে বাধা দেবে। এটি সব ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। যদি ধর্ষণের মতো অপরাধের শাস্তি আরও গুরুতর হয়, তাহলে অনেক সম্ভাব্য অপরাধীকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখত। সমাজে অপরাধের হার না কমার একটি প্রধান কারণ হল নরম আইন থাকা।

আইনগত প্রতিশোধের একটি দিক হচ্ছে হত্যাকারীকে ক্ষমা করা। দয়ার এই কাজটি হত্যাকারীকে তাদের অপরাধের জীবন থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উত্সাহিত করতে পারে, যা তাদের নিজের জীবনের পরিত্রাণের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদের সুরক্ষামূলক জীবনকে তারা ক্ষতিগ্রস্থ করত যদি তারা তাদের খারাপ পথে চলতে থাকে। উপরন্তু, এটি অন্যান্য সম্ভাব্য ভুক্তভোগী এবং তাদের আত্মীয়দের তাদের নিপীড়কদের ক্ষমা করতে উত্সাহিত করতে

পারে, যা আবার অনেক জীবন বাঁচাতে এবং সমাজে শান্তি ও করুণার বিস্তার ঘটায়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 179:

" *এবং আইনানুগ প্রতিশোধ [জীবন বাঁচানোর] মধ্যে তোমাদের জন্য আছে, হে বুদ্ধিমান লোকেরা, যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পার।*"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একটি সমাজ তখনই অপরাধ হ্রাস করতে পারে যখন এই দুটি নীতি তার লোকেরা গ্রহণ করে। প্রথমটি হল আইনি প্রতিশোধের অর্থ, একটি কঠোর আইন যা অপরাধকে যথাযথভাবে শাস্তি দেয় যাতে সম্ভাব্য অপরাধীদের অপরাধ করা থেকে বিরত রাখা যায়। এমনকি একটি শিশুও বুঝতে পারে যে একজন সম্ভাব্য অপরাধীর অপরাধ করার সম্ভাবনা কম থাকে যখন আইনি শাস্তি আরও গুরুতর হয়। আইন যত নরম হবে, একজন সম্ভাব্য অপরাধীর অপরাধ করার সম্ভাবনা তত বেশি।

অন্য দিকটি হল মহান আল্লাহকে ভয় করা, যা পরকালে তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হওয়া জড়িত। এটি এই কারণে যে একজন ব্যক্তি অপরাধ এবং পাপ করে যখন তারা মনে করে যে তারা হয় তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য কোন পরিণতির সম্মুখীন হবে না, যেমন জেল, অথবা তারা কোনভাবে তাদের থেকে পালিয়ে যাবে, উদাহরণস্বরূপ, দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তারা যে কাজই করুক না কেন, প্রকাশ্য বা গোপন, বড় বা ছোট, এবং এই পৃথিবীতে পরিণতি এড়াতে তারা যাই করুক না কেন, একটি দিন অবশ্যই আসবে যেখানে তাদের আটক করা হবে।

তাদের সমস্ত কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, তারা সর্বদা অপরাধ বা পাপ করার আগে দুবার চিন্তা করবে। ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এই বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা হলে তা অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত থাকবে। সমাজের সদস্যরা এভাবে কাজ করলে সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার ছড়িয়ে পড়বে। অপরাধের হার হ্রাস পাবে এবং সমাজে ইসলামী আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সময়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলবে। এই সত্যটিই বিশ্বাসের গুরুত্বকে নির্দেশ করে এবং সমাজের মধ্যে জ্ঞান অর্জন ও তার উপর কাজ করার মাধ্যমে এটিকে শক্তিশালী করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 90:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের [সাহায্য] করার নির্দেশ দেন এবং অনৈতিক কাজ, মন্দ আচরণ ও জুলুম থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, সম্ভবত তোমরা স্মরণ করিয়ে দেবে।"

বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400+ English Books / كتب عربية / اردو کتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
AudioBooks : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod